রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জানুয়ারী ৬, ১৯৯৬

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন

পেট্রোসেন্টার

৩, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং/১৪ই পৌষ ১৪০২ বাং

এস আর ও নং ২৩৫-আইন/৯৫—Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (XXI of 1985) এর section 23 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation এর Board of Directors, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরিউক্ত প্রবিধানমালার,—(ক) প্রবিধান ৪১ এর—

(১) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ৎ, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর,

মূল্য : টাকা ২.০০

অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি কৈফিয়ৎ পেশ না করিলে, তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে, শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।";

(২) উপ-প্রবিধান (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা, প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।";

(৩) উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) অধিকতর তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।";

(৪) উপ-প্রবিধান (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(৫) উপ-প্রবিধান (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৫) যে ক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৮ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্য ধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করতঃ দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারে; তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন, বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দণ্ড আরোপ করা যাইবে অথবা উপ-প্রবিধান (১), (২) এবং (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দণ্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২) এবং (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।";

(খ) প্রবিধান ৪২ এর—

(১) উপ-প্রবিধান (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, তদন্ত কমিটির তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে ১০ (দশ)টি কার্য দিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্তকার্য পরিচালনা করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।";

(২) উপ-প্রবিধান (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ উক্ত সিদ্ধান্ত জানাইবে।";

(৩) উপ-প্রবিধান (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৭) উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধান অনুযায়ী কারণ দর্শাইলে উহা বিবেচনার পর অথবা উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কারণ না দর্শাইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বিষয়টির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।";

(৪) উপ-প্রবিধান (৮) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) প্রবিধান ৪৪ এর উপ-প্রবিধান (২) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) প্রবিধান ৪৭ এর উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত "আপীল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঙ) প্রবিধান ৫১ এর উপ-প্রবিধান (২)এ উল্লিখিত "এক মাসের" শব্দগুলির পরিবর্তে "দুই মাসের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর পক্ষে

সি, ক, মো, আবদুল্লাহ

চেয়ারম্যান।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।